উদ্বেগ

রাহানের ফর্ম নিয়ে চিন্তায় কেকেআর

১০

সংবাদ প্রতিদিন

সংবাদ প্রতিদিন প্রেসক্রিপশন

দেখুন, বুঝুন কোনটা জাল ওষুধ

৭

sangbadpratidin.in | epratidin.in | ৪ চৈত্র ১৪৩১ | ৪.০০ টাকা | * | কলকাতা সংস্করণ | মঙ্গলবার | ১৮ মার্চ ২০২৫ | বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি | সর্বনিম্ন ২৭°/৩৬° সর্বাধিক | ১০ পাতা

কমরেড, মনে পড়ে ?

১৮ মার্চ ১৯৮৪

ডিসি পোর্টকে কুপিয়ে খুন, বিচার অধরা

■ ডিসি পোর্টের অফিসে বিনোদ মেহতা ও মোক্তার আলির আবক্ষ মূর্তি।

সন্দীপ চক্রবর্তী

দোল পূর্ণিমার পরের দিন সকাল। ১৯৮৪ সালের ১৮ মার্চ, রবিবার। বাম সরকার মধ্যগগনে।

গার্ডেনরিচ তখন অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত, সবটাই বামফ্রন্টের। তহবিল পুষ্টকারী মেজো শরিকের এক নেতাকে খুল্লামখুল্লা মদত দিয়ে চলেছেন বড় শরিকের নেতারাও। অন্তত সেই সময়ের ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব বর্জিত বাংলার সংবাদপত্রের রিপোর্ট সেটাই বলে। একমাত্র বিরোধী দল কংগ্রেস প্রভাবে তখন নস্যি।

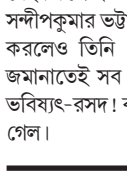

আচমকা বেরিয়ে পড়তে হল ডিসি পোর্ট বিনোদকুমার মেহতাকে। সঙ্গে নিয়ে গেলেন দেহরক্ষী মোক্তার আলিকে। আগে থেকে খবর ছিল, তাই চক্রব্যূহে প্রবেশ করেই ফেললেন পাঞ্জাব-বাসিন্দা অকুতোভয় আইপিএস। গলি, তস্য গলিতে। সঙ্গে চার বছরের বড় মোক্তার। অ্যাম্বাসাডর ছেড়ে গলিতে ঢুকতেই ঘিরে ফেলতে শুরু করল কয়েকজন। মোক্তার কিন্তু 'স্যর'কে একটাবারের জন্যও চোখের আড়াল করেননি। মোক্তার বুঝতে পারলেন, স্যর-কে মেরে ফেলাই উদ্দেশ্য। তিনি চাইছিলেন স্যর যাতে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু মেহতা যেদিকে যেতে চাইছেন, দেখছেন সেদিকেই অস্ত্র নিয়ে ওরা। কার্যত অন্ধ গলিতে হাতড়েছেন দু'জন। মেহতা-মোক্তার শেষপর্যন্ত কনস্টেবল আবদুল লতিফ খানের বাড়িতে আশ্রয় চেয়ে বাড়ির স্নানাগারে লুকিয়ে পড়লেন। ফতেপুর রোডের কাছে ঘিরে ধরেছিল অন্তত কুড়ি জনের বাহিনী। এর মধ্যে রয়েছে নাবালকও। দেহের ২৭টি জায়গায় নৃশংসভাবে আঘাত করা হয়। অটোপ্সি রিপোর্ট বলছে, মাথায় প্রথমবার আঘাতের পরই মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়তে হয়েছিল ৩৭ বছরের নির্ভীক অফিসারকে। হিংস্রতা কতটা তীব্র ছিল যে,. তারপরও চপার দিয়ে মারতে থাকে ওরা। এরপর দেহ নগ্ন করে ছুড়ে ফেলা হয় নর্দমায়। আর মোক্তারকে এমন নৃশংসভাবে মারা হয় যে, বর্ণনা করলেও শিউরে উঠতে হয়। মোক্তারের চোখ খুবলে বের করা হয়। হাত-পা কয়েক টুকরো করার পর জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

তখন বেলা ১১.৪৫টা। আগের দিনই ফাগুন মাস পেরিয়েছে। আর আজ, আর এক ১৮ মার্চ বিনোদ মেহতা- মোক্তারের শিহরন জাগানো নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ৪১টি বসন্ত পেরিয়ে যাবে। অদ্ভুতভাবে গোটা হত্যাকাণ্ডের পিছনে রাজনৈতিক মদত ছিল প্রায় পুরোটা। অন্তত পরবর্তী রিপোর্ট সেটাই প্রকাশ করে। যে মন্ত্রীর নাম জড়িয়েছিল, তাঁর দিকে কিন্তু অভিযোগের তির ছুটে আসেনি। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীই ছিলেন। আর ২০১৩ সালে ফের মামলা শুরু করার নির্দেশ গেলেও ততদিনে আর নথিই যে নেই। ফলে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্তও আদালতে চলেছে শুনানি। কলকাতা পুলিশ সন্দীপকুমার ভট্টাচার্য নামে একজনকে অতিরিক্ত চিফ পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত করলেও তিনি দোরে দোরে ঘুরেও কেস ডায়েরি পাননি। বুঝেছিলেন, বাম জমানাতেই সব উধাও হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, বামেরাই নষ্ট করে দেয় তদন্তের ভবিষ্যৎ-রসদ! বাম জমানার ডিসি পোর্ট হত্যারহস্য তাই অন্ধকার গলিতেই রয়ে গেল।

পাঁচের পাতায়

১৬ মার্চ ১৯৯৩

রশিদ খানের জঙ্গি কারবারে লাশের পাহাড়

■ বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া রশিদ খানের বাড়ি। —ফাইল চিত্র

কৃষ্ণকুমার দাস

৩২ বছর আগে কলকাতা তথা পূর্ব ভারতের বৃহত্তম ও ভয়ংকর আরডিএক্স বিস্ফোরণ। ঘটনাস্থল বউবাজারের ২৬৭ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের দোতলা বাড়ি। মূল অভিযুক্ত, ডেরার মালিক কলকাতায় সিপিএমের সমস্ত মিছিলে 'ম্যান পাওয়ার' সাপ্লাই দেওয়ার মূল কারিগর কুখ্যাত সাট্টা ডন রশিদ খান। ১৯৯৩ সালের ১৬ মার্চ গভীর রাতে লালবাজার থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বের এই জনবহুল জোনে জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য মজুত আরডিএক্স বিস্ফোরণে হতাহতের সংখ্যা ছিল শতাধিক। উল্লেখ্য, বউবাজার বিস্ফোরণের ঠিক চারদিন আগে ১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ মুম্বইয়ে পরপর ১২টি গাড়িতে ১০০ মিনিট ধরে সিরিয়াল বিস্ফোরণ ঘটেছিল। অফিস ও রেস্তোরাঁর সামনে রাখা আরডিএক্স বোঝাই ওই গাড়িগুলিতে বিস্ফোরণের জেরে ২৫৭ নিহত এবং ১৪০০-র বেশি মানুষ গুরুতর জখম হন। বউবাজার ও মুম্বই, দুই বিস্ফোরণই আরডিএক্স দিয়ে হলেও কলকাতার বুকের ভয়ংকর নাশকতা ধামাচাপা দিতে রাজ্যে তখন ক্ষমতাসীন বাম সরকার সিবিআই বা এনআইএ দিয়ে তদন্ত করায়নি।

বউবাজার বিস্ফোরণের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে সিপিএমের দাপুটে নেত্রী শ্যামলী গুপ্ত, বিধায়ক লক্ষ্মী দে-সহ ছ'জনকে সাসপেন্ড করে আলিমুদ্দিন। কিন্তু একজনের বিরুদ্ধেও পুলিশি-প্রশাসনিক তদন্ত হয়নি, গ্রেপ্তার হননি পার্টির তদন্তে দোষী সাব্যস্ত সাসপেন্ড হওয়া একজন সিপিএম নেতা বা নেত্রীও। অথচ সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটি প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছিল, অভিযুক্ত রশিদ খানের সঙ্গে নানা ধরনের লেনদেন ছিল সাসপেন্ড হওয়া নেতা-নেত্রীদের অনেকের। তাহলে সন্ত্রাসবাদীদের মতো আরডিএক্স মজুত করা এবং যার দোষে এতগুলি নিরীহ মানুষের প্রাণ গেল, সেই রশিদের মদতদাতা নেতাদের কেন গ্রেপ্তার করা হল না? এখন যাঁরা কথায়-কথায় নানা ঘটনার পর সিবিআই দাবি করেন, সেই সিপিএম নেতাদের অগ্রজ তথা প্রবাদপ্রতিম কমরেড জ্যোতি বসুর সরকার সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে পাওয়া ১০০ কেজির বেশি মজুত করা আরডিএক্সের উৎস জানতে কেন সিবিআই বা এনআইএ দিয়ে তদন্ত করাননি? আর জি কর নিয়ে মাসকয়েক আগে পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগ চেয়ে লালবাজার অভিযান করা সিপিএম বউবাজার বিস্ফোরণে গোয়েন্দা ব্যর্থতা তথা নাশকতার মদতদাতাদের ঘনিষ্ঠতার দায় নিয়ে সিপি দূরের কথা, একজন পুলিশকেও কেন তখন অপসারণ করেনি? ঘটনার ৩২ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরদিন সোমবার এমনই একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলেছেন বউবাজার বিস্ফোরণে স্বজন হারানো বাসিন্দারাই।

বউবাজারে রশিদ খানের বাড়িতে যে পরিমাণ আরডিএক্স ছিল, তা দিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং, হাই কোর্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, জাদুঘর, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন-সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ অফিস-ভবন উড়িয়ে দেওয়ার ছক ছিল বলে ধৃতরা পুলিশকে দেওয়া জবানবন্দিতে স্বীকার করেছিল। বিস্ফোরণ পরবর্তী তদন্তে গোয়েন্দারা জেনেছিলেন, সাট্টা ডন রশিদ খানকে আরডিএক্স মজুত ও নাশকতার মূল দায়িত্ব দেওয়ার নেপথ্যে ছিল তার তৎকালীন শাসকদল সিপিএমের ঘনিষ্ঠতা।

পাঁচের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণপত্র অক্সফোর্ড ও লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির

মমতার সফর নিয়ে কুৎসা ফাঁস

■ সম্প্রীতি, শান্তি ও ঐক্যের বার্তা নিয়ে ফুরফুরা শরিফে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার। —প্রতিদিন চিত্র

স্টাফ রিপোর্টার : জগদ্বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা দিতে যাওয়া নিয়ে বাম ও বিজেপির মিথ্যাচার-কুৎসা ফাঁস করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুধু তাই নয়, সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তি পত্রিকায় মুখ্যমন্ত্রীর অক্সফোর্ড যাওয়া নিয়ে যে সম্পূর্ণ ভুল ও অবৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তাও সোমবার চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। নবান্ন সূত্রে এদিনই জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণের চিঠি এসেছিল। কিন্তু লোকসভা নির্বাচন এবং রাজ্যের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচি চূড়ান্ত করা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজে ভাষণ দেওয়ার আমন্ত্রণ ছাড়াও লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির মাইল এন্ড ইনস্টিটিউটের এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকেও আমন্ত্রণপত্র এসেছে। কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির চিঠি সোমবারই নবান্নে পৌঁছয়। ওই ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ড. সোফিয়া কল্লিগনন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে ২৪ থেকে ২৬ মার্চের মধ্যে যে কোনও একদিন তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। চ্যাথাম হাউসে অনুষ্ঠিতব্য ওই আলোচনাসভায় ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী, গবেষক এবং শিক্ষাবিদদের সামনে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর সরকারের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প-সহ নারী ক্ষমতায়ন কেন্দ্রিক নীতি ও প্রশাসন চালানোর মডেল ব্যাখ্যা করার অনুরোধ করা হয়েছে।

From the President

Kellogg College
University of Oxford

E-mail: jonathan.michie@kellogg.ox.ac.uk

Smt. Mamata Banerjee
Hon'ble Chief Minister
Government of West Bengal
Nabanna, 14th Floor
325, Sarat Chatterjee Road, Mandirtala
Shibpur, Howrah-711102
India

07 February 2024

Dear Chief Minister Banerjee,

Invitation to Speak at the University of Oxford

I am writing to formally extend an invitation to you to visit my University of Oxford College, and to address our Fellows and other College members. I envisage that I would host an 'in conversation' session for you, during which I would have the opportunity to invite your comments on some of the important topics you touched upon at the Global Summit I had the honour of attending in Kolkata. Your vast experience in governance and your commitment to the welfare and progress of West Bengal have garnered widespread admiration, and we believe that your insights would be invaluable to our academic community.

You and I had discussed the possibility of arranging your visit in late June 2024, before our long summer break, which would allow for sufficient time to coordinate logistics and make the necessary arrangements. Should this date prove inconvenient for any reason, we could look for a date in November 2024 once the University's new academic year is underway.

The agenda for your talk would be open for discussion, and we would be pleased to accommodate any particular topics or themes you may wish to address. We will ensure that all necessary arrangements in Oxford are made to your convenience. Additionally, we would be delighted to organise any other engagements or activities during your visit that you may find beneficial or enjoyable.

We eagerly anticipate the opportunity to welcome you to the University of Oxford and look forward to the enriching experience your presence will undoubtedly bring. Thank you for considering our invitation, and I remain at your disposal for any information you may require.

Yours sincerely,

Jonathan Michie

Professor Jonathan Michie OBE
President, Kellogg College
Pro-Vice-Chancellor, University of Oxford

Kellogg College, Banbury Road, Oxford, OX2 6PN
www.kellogg.ox.ac.uk

Dr Sofia Collignon
Director, Mile End Institute
Queen Mary University of London
s.collignon@qmul.ac.uk

Monday 17 March 2025

Office of Honourable Chief Minister of West Bengal,
Sharat Chatterjee Road, Shibpur, Howrah,
West Bengal, India

Honourable CM Mamata Banerjee,
On behalf of the the Mile End Institute at Queen Mary University of London, I am writing to invite you to a closed-door meeting (held under 'Chatham House' rules) with academics and research students from across the United Kingdom during your forthcoming visit to London in March 2025. The Mile End Institute is Queen Mary's centre for the study and public discussion of British politics, policymaking and public life and was established by the historian and cross-bench peer, Lord Hennessy of Nympsfield, in 2015. Queen Mary is the most diverse institution among the Russell Group universities. 65 per cent of our students are from Black, Asian and Minority Ethnic backgrounds. The majority of our domestic home students attended state schools and nearly half are the first in their family to enter higher education.

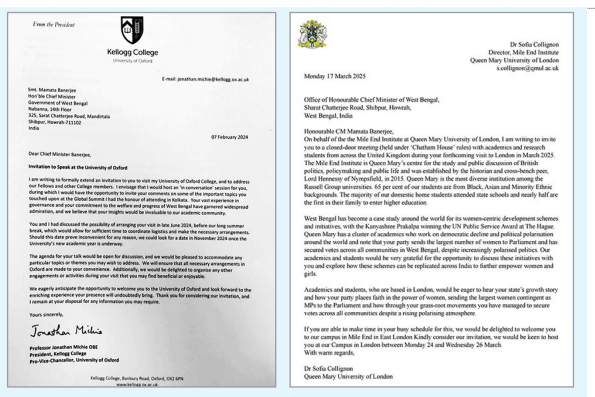

West Bengal has become a case study around the world for its women-centric development schemes and initiatives, with the Kanyashree Prakalpa winning the UN Public Service Award at The Hague. Queen Mary has a cluster of academics who work on democratic decline and political polarisation around the world and note that your party sends the largest number of women to Parliament and has secured votes across all communities in West Bengal, despite increasingly polarised politics. Our academics and students would be very grateful for the opportunity to discuss these initiatives with you and explore how these schemes can be replicated across India to further empower women and girls.

Academics and students, who are based in London, would be eager to hear your state's growth story and how your party places faith in the power of women, sending the largest women contingent as MPs to the Parliament and how through your grass-root movements you have managed to secure votes across all communities despite a rising polarising atmosphere.

If you are able to make time in your busy schedule for this, we would be delighted to welcome you to our campus in Mile End in East London Kindly consider our invitation, we would be keen to host you at our Campus in London between Monday 24 and Wednesday 26 March.
With warm regards,

Dr Sofia Collignon
Queen Mary University of London

■ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আসা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজ ও লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির মাইল এন্ড ইনস্টিটিউটের আমন্ত্রণপত্র।

এবার বাংলায় নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের নানা দিশা তুলে ধরতে মাত্র পাঁচদিনের জন্য লন্ডনে ঝটিকা সফরে যাচ্ছেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারও তাঁর সফরের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিয়েছে। কিন্তু এরমধ্যে বাম ও বিজেপি ভুয়া তথ্য তুলে ধরা কুৎসা শুরু করলে তার কড়া জবাব দিয়েছে তৃণমূল। দলের তরফে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এদিন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, "অক্সফোর্ডের আমন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য রাখতে যাওয়া এবং বাংলার উন্নয়ন ও সাফল্যের কথা তুলে ধরার বিষয়টি সমস্ত রাজ্যবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের। বাম ও বিজেপি রাজ্যের এই গর্বের বিষয়টি মানতে পারছে না, ঈর্ষা-হিংসায় জ্বলে মরছে। লজ্জার কথা হল, জনৈক বিশ্বনাথ গোস্বামীর আরটিআই বলে যে তথ্য গণশক্তি তুলে ধরেছে তা পুরোপুরি হাস্যকর।"

পাঁচের পাতায়

আর জি কর মামলা চলবে দুই কোর্টেই

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি : নির্যাতিতার পরিবারের আবেদনে কোনও মন্তব্য করতে না চেয়েও আর জি করের ধর্ষণ ও খুন সংক্রান্ত মূল মামলার শুনানি কলকাতা হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চকে আবেদন শোনার ছাড়পত্র দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত যে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছিল, তার শুনানি চলবে শীর্ষ আদালতেই। পরবর্তী শুনানি হবে ১৩ মে থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহে।

চলতি বছরের ২৯ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে আর জি কর মামলার শেষ শুনানি হয়। সেদিন সিবিআই তদন্তপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন নির্যাতিতার মা-বাবা। পর্যবেক্ষণে আদালত জানিয়েছিল, আবেদনে বিতর্কিত বিষয় রয়েছে। সিবিআইয়ের তরফে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা বলেছিলেন, যে আবেদন করা হয়েছে, তাতে সুবিধা পেয়ে যেতে পারে দোষী। আইনজীবী করুণা নন্দীকে আবেদন প্রত্যাহার করে নতুন আবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত।

পাঁচের পাতায়

দিলীপের নাম উঠতেই আপত্তি শুভেন্দুর

সুকান্তকে আরও একবছর সভাপতি রাখার প্রস্তাব সভায়

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দিল্লির বাসভবন, নাকি মেছো হাট! সোমবার বিজেপির সমন্বয় বৈঠক চলাকালীন সেই প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে এলো। কারণ বৈঠকের শুরুতেই দক্ষিণবঙ্গের এক সাংসদ পরবর্তী রাজ্য সভাপতি হিসাবে দিলীপ ঘোষের নাম প্রস্তাব করতেই রে-রে করে ওঠেন সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারিরা। সাংসদদের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায় বলে জানান বৈঠকে হাজির থাকা এক সাংসদ। সূত্রের খবর, সেক্ষেত্রে সুকান্তকে আরও একবছর সভাপতি রেখে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন দক্ষিণবঙ্গের আরেক সাংসদ। এদিন বৈঠক উপলক্ষে সুকান্তর বাসভবনে খাওয়া দাওয়ার এলাহি আয়োজন ছিল। তালিকায় ছিল বাঙালি পদ। রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু।

রাজ্য সভাপতি নির্বাচন আর কয়েক দিনের মধ্যেই হয়ে যেতে পারে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছেন, তার আগেই রাজ্য বিজেপির দুই শীর্ষনেতা পরস্পরের সঙ্গে বৈঠকে বসুন এবং নিজেদের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে নিন। গত কয়েক সপ্তাহে বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সুকান্ত এবং শুভেন্দুর সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বলেছেন। তার পর থেকেই দুই নেতা দ্রুত নিজেদের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন। সেই কারণে সাংসদদের নিয়ে দুই নেতার প্রস্তাবিত বৈঠকও রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের আগেই সেরে ফেলা হচ্ছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদে ছাব্বিশের নির্বাচন পর্যন্ত সুকান্ত মজুমদারকে রেখে দেওয়া হতে পারে বলে গেরুয়া শিবিরের একটি মহলের খবর। আবার অন্য একটি মহল বলছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্য সভাপতি পদে সুকান্তকে হয়তো রাখা হবে না, সেক্ষেত্রে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে বঙ্গ বিজেপির 'ক্যাপ্টেন'-এর দায়িত্ব আবার দেওয়া হতে পারে।

পাঁচের পাতায়

এক ঝলক

গায়ত্রীকে শুভেচ্ছা জানালেন মমতা

■ **কলকাতা :** সমাজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার হিসাবে বিবেচিত নরওয়ের 'হোলবার্গ প্রাইজ' পাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনন্দন জানালেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও দার্শনিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে। মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমের পোস্টে লিখেছেন, গায়ত্রী সবাইকে গর্বিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে গায়ত্রীর সমাজসেবামূলক কাজও তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

শিয়ালদহ স্টেশনে অস্ত্র উদ্ধার

■ **কলকাতা :** সোমবার শিয়ালদহ স্টেশনে হাটেবাজারে এক্সপ্রেসে মালদহের বাসিন্দা হাসান শেখের কাছ থেকে একাধিক অস্ত্র উদ্ধার করেছে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ।